বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বিশেষ অডিট রিপোর্ট

২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত

প্রথম খন্ড

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বিশেষ অডিট রিপোর্ট

২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত

প্রথম খন্ড

[ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের হিসাব সম্পর্কিত]

ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত]

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়নপত্র	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায় ... ... অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	১
৪.	নির্বাহী সার-সংক্ষেপ	২
৫.	নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	অডিট ফাইন্ডিংস	৪
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৫
৮.	নিরীক্ষার সুপারিশ	৬
**	দ্বিতীয় অধ্যায়	৭
**	টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড	
৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর ১ হতে ১৭	৮-২৮
১০.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই বিশেষ অডিট রিপোর্টটি জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের ১৩২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

.............................বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ....
.... খ্রিস্টাব্দ

মাসুদ আহমেদ
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অধীনস্থ টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের উপর ০৪-০৩-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১২ তারিখ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালিত হয়। উক্ত নিরীক্ষায় উত্থাপিত যে সকল আপত্তি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে নিস্পত্তি করা সম্ভব হয়নি, সে সকল আপত্তিসমূহকে সংকলন করে এ বিশেষ অডিট রিপোর্টটি প্রণীত হয়েছে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড বর্তমানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নমুনায়ন পদ্ধতি **(Sampling Method)** অনুসরণ করে নিরীক্ষা করা হয়েছে। উক্ত নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনিস্পন্ন গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ এই বিশেষ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

বিশেষ অডিট রিপোর্টটিতে মোট ১৭ (সতের) টি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত হয়েছে। আলোচ্য প্রতিবেদনের মাধ্যমে যে সকল আর্থিক অনিয়ম, ত্রুটি-বিচ্যুতি দৃষ্টিগোচরে আনা হল তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের উপর পরিচালিত নিরীক্ষার ফল যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়।

এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত অডিট আপত্তিসমূহ অগ্রীম অনুচ্ছেদ হিসেবে উন্নীত করে ৫ সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বিগত ১২-০৭-২০১২ খ্রিঃ তারিখে সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব না পাওয়ায় বিগত ১০-০৯-২০১২ তারিখে ২ সপ্তাহ সময় দিয়ে একটি তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয় এবং কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে সচিব মহোদয় বরাবর গত ১৬-১০-২০১২ তারিখে আধা-সরকারী পত্র প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, গত ০১-১১-২০১২ এবং ১৭-০১-২০১৩ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে জবাব পাওয়া যায়। যা নিস্পত্তিমূলক নয় বিধায় পুনরায় গত ২০-০৫-২০১৩ তারিখে এ অধিদপ্তরের মতামত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা হয়।

ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষকে উক্ত অনিয়মসমূহের বিষয়ে যথাবিহিত সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক নিরীক্ষাকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। ভবিষ্যতে অনুরূপ অনিয়ম যেন আর সংঘটিত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্যও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

.... বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ ....

.... খ্রিস্টাব্দ

(কল্যাণী তালুকদার)
মহাপরিচালক
ডাক, টেলিযোগাযোগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক
অডিট অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

নির্বাহী সার সংক্ষেপ
(Executive Summary)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষা গত ০৪-০৩-২০১২ হতে ১৭-০৫-২০১২ পর্যন্ত সময়কালে জনাব মোঃ মামুন উল মান্নান, উপ-পরিচালক এর নেতৃত্বে সম্পাদন করা হয়। নিরীক্ষাকালীন সময়ে উক্ত অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রমের উপর রেকর্ড পত্রাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষা চলাকালে যে সকল অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে তা এ প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসেবে ২৬-১২-২০০৪ তারিখে যাত্রা শুরু করে। অনুমোদিত মূলধন ধরা হয় ২০০০ (দুই হাজার) কোটি টাকা। বিটিটিবি কর্তৃক ১০ লক্ষ মোবাইল টেলিফোন প্রকল্পের মাধ্যমে ৭.৯৬ বিলিয়ন টাকা ব্যয়ে (১ম পর্যায়ে ২.৫ লাখ) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে টেলিটকের নিকট হস্তান্তর করা হয়। ০১-৯-২০০৪ তারিখে বিটিআরসি কর্তৃক সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর হিসেবে টেলিটক ১৫ বৎসরের জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত হয়। GSM 900 এবং GSM 1800 band এর Frequency ব্যবহার করে টেলিটক Operation কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২১-০৫-২০০৮ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ এক Vendors agreement এর মাধ্যমে ৬৪৩.৮৩ কোটি টাকা মূল্য নির্ধারণ করে ৬৪,৩৮,৬৩৯ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১,০০০ টাকা হারে নির্ধারণ করা হয় এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নামে ইস্যু করা হয়।

২। সারা দেশের ৬৪টি জেলায় ২১ টি কাষ্টমার কেয়ার সেন্টার এর মাধ্যমে টেলিটক বর্তমানে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। টেলিটকের বর্তমানে গ্রাহক সংখ্যা ১২,১৮,৪১২ জন। টেলিটকের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ২৫৬ জন কর্মকর্তা / কর্মচারীর সাংগঠনিক কাঠামো দ্বারা টেলিটকের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে ৪৮৮ জন কর্মকর্তা / কর্মচারী নিয়োজিত রয়েছে। টেলিটক একটি রাজস্ব খাতভূক্ত সরকারী কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও প্রেষণ এর বদলে লিয়েন দেখিয়ে BTCL এর ৭৬ জন কর্মকর্তাকে উচ্চহারে কোম্পানীর Pay Scale এ বেতন ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে।

৩। টেলিটকের Procurement system বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে সুইচিং ইকুইপমেন্ট ও BTS ষ্টেশন নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়গুলি গুরুত্বের সাথে পর্যালোচনা করা হয়। বর্তমানে প্রতিবেদনে মোট ১৭ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে যাতে জড়িত টাকার পরিমাণ ২৪২,৫৯,৩৮,৫১২ টাকা। উক্ত টাকার মধ্যে আত্মসাৎকৃত অর্থ হলো ২৬,১০,৩৯০ টাকা, বেতন ভাতা খাতে অনিয়মিত ব্যয় ৪৫,৫৫,৪৬,৯৭৬ টাকা, অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম ৩৭,০০,২৬,৩৯৬ টাকা, অপচয় ১,৯০,৭৫,০০০ টাকা ও আয়কর এবং ভ্যাট খাতে আদায়যোগ্য ১৫৭,৮৬,৭৯,৭৫০ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৪। টেলিটকের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দুর্বলতা রয়েছে। Top Level Management এর প্রশাসনিক দুর্বলতার কারণে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকর হয়নি। প্রতিষ্ঠার পর থেকে কখনও কোম্পানীটির বিপুল পরিমাণ পুঞ্জিভূত সম্পদের বাস্তব যাচাই করা হয়নি। Revenue Assurance এর কোন কার্যকর ব্যবস্থা না থাকায় জালিয়াতির যথেষ্ট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফাইন্যান্স বিভাগের নেতৃস্থানীয় পদে কখনোই Professional বা Academic যোগ্যতা সম্পন্ন কাউকে নিয়োগ দেয়া হয়নি। Internal Audit এর জন্য DGM Audit এর একটি পদ সৃষ্টি করা হলেও কোন জনবল প্রদান করা হয়নি। ফলে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি। এ সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, টেলিটক নিদারুণ আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে যা কোম্পানীটির Profitability ও sustainability এর পরিপন্থী।

৫। এই বিশেষ নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যে সকল আর্থিক অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে তা প্রতিষ্ঠানটির শুরু থেকে ২০১০-২০১১ আর্থিক সাল পর্যন্ত সময়ের কার্যক্রমের উপর পরিচালিত পরীক্ষামূলক নিরীক্ষার ফল, যা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কর্মকান্ডের ভুলক্রটির পূর্ণাঙ্গ চিত্র নহে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে যে সমস্ত অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে সে বিষয়ে যথাযথ সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ভবিষ্যতে যাতে একই প্রকারের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য
(Information About the Audit)

১। নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান **(Audited Units)**	ঃ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা।
২। নিরীক্ষার সময়কাল **(Audit Period)**	ঃ	০৪-০৩-২০১২ হতে ১০-০৫-২০১২=৪৮ দিন (অডিট) ১১-০৫-২০১২ হতে ১৭-০৫-২০১২=৫ দিন (জবাব সংগ্রহ) ১৮-০৫-২০১২ হতে ৩১-০৫-২০১২=১০ দিন (রিপোর্ট চূড়ান্তকরণ)।
৩। নিরীক্ষিত বৎসর **(Audited Year)**	ঃ	২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত।
৪। নিরীক্ষার প্রকৃতি **(Nature of Audit)**	ঃ	বিশেষ নিরীক্ষা **(Special Audit)**
৫। নিরীক্ষা দলের সংখ্যা **(Number of Audit Team)**	ঃ	০১ (এক) টি
দলনেতা এবং সদস্যগণের নাম ঃ	(১)	জনাব মোঃ মামুন উল মান্নান, উপ-পরিচালক।
	(২)	” মোঃ ইব্রাহিম খলিল, এ এন্ড এও (সদস্য)।
	(৩)	” অখিল চন্দ্র কুন্ডু, এ এন্ড এও (সদস্য)।
	(৪)	” সৈয়দ আলী সরদার, অডিটর (সদস্য)।
৬। নিরীক্ষা তথ্য সমূহের ধরণ **(Pattern of Audit Information)**	ঃ	মৌলিক তথ্যসমূহ।
৭। নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল **(Audit Information Collection Technique)**	ঃ	চাহিদাপত্র ইস্যু।

অডিট ফাইন্ডিংস

(Audit Findings)

অনুঃ নং	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা	অনিয়মের প্রকৃতি
০১।	বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সীম কার্ড ক্রয় করায় কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি।	৩,৮০,৯৩,২৫০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
০২।	অর্থ মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে টেলিটকে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতন ভাতাদি বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৩৯,০৮,২৩,০৫৬	বেতন ভাতা সংক্রান্ত অনিয়ম
০৩।	সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পরিবর্তে বেসরকারী বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে এল সি এর বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক অনিয়ম।	১,০৮,৮৩,৫৮৮	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
০৪।	ঘোষণা বহির্ভূত অতিরিক্ত পণ্য আমদানী করায় এবং আমদানীকৃত টেলিসরঞ্জাম বিলম্বে খালাস করায় বন্দর ডেমারেজ ও জরিমানা বাবদ অতিরিক্ত পরিশোধ।	৯৭,৪৯,০৮৬	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
০৫।	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় scratch card ও সীমকার্ড সংগ্রহে অতিরিক্ত ব্যয়।	১,৬৭,৪৪,৫৮০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
০৬।	অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ ও তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	৬,৪৭,২৩,৯২০	বেতন ভাতা সংক্রান্ত অনিয়ম
০৭।	মিরপুর কাষ্টমার কেয়ার এর জন্য ভাড়াকৃত বাড়ীর দখল বুঝে না পাওয়া সত্বেও অগ্রিম বাবদ প্রদান করায় সুদে আসলে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি।	৪৩,৪২,৯১৩	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
০৮।	রাজশাহী কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের জনাব এ,কে এম মুসা কর্তৃক টেলিটকের টাকা আত্মসাৎ।	২৬,১০,৩৯০	আত্মসাৎকৃত অর্থ
০৯।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায়,সীমকার্ড বিক্রয়ের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট কম পরিশোধ এবং আদায়কৃত ভ্যাটের অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৫৭,৬০,৬৭,৩৯৫	আয়কর ও ভ্যাট
১০।	Scratch Card ঘাটতির কারণে আর্থিক ক্ষতি।	৯,৮৭,৬০০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
১১।	বকেয়া রাজস্ব আদায় না করায় অনাদায়ী।	৯৯,৮৭,৮০০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
১২।	একটি পাজেরো (PAJERO GLS) গাড়ী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।	১,৯০,৭৫,০০০	অপচয়
১৩।	নির্ধারিধ হারে আয়কর কর্তন না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৬,১২,৩৫৫	আয়কর ও ভ্যাট
১৪।	সার্ভিস হ্যান্ডসেট ঘাটতির কারণে কোম্পানীর ক্ষতি।	৩৫,০০,০০০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
১৫।	৬০৩১৯ জন পোষ্ট পেইড গ্রাহকের নিকট ফোন কল চার্জের বিল অনাদায়ী।	৮,০৯,২৫,৫০০	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
১৬।	প্রি-পেইড সীম কে পোষ্ট পেইড এ রূপান্তর করে বিল জেনারেটিং এর মাধ্যমে রাজস্ব ক্ষতি।	১৫,৩৫,৫৭,২৮৪	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
১৭।	অবৈধ ভিওআইপি এর মাধ্যমে ফ্রি আইএসডি কল করায় কোম্পানীর রাজস্ব ক্ষতি।	৪,১২,৫৪,৭৯৫	অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম
	সর্বমোট =	**২৪২,৫৯,৩৮,৫১২**	**সর্বমোট = ১৭টি**

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ
(Causes of Irregularities and Losses)

১। পিপিআর-২০০৩, পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ ও পিপিটি এর বিধি বিধান সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ না করায় আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

২। সরকারী নির্দেশ অনুসরণ করে বিটিআরসি ও এনবিআরকে প্রাপ্য রাজস্ব যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৩। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে জরিমানা আদায় না করায় আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

৪। ভ্যাট ও আয়করের টাকা যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৫। অবৈধ ভিওআইপি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় বিশাল রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

৬। টেন্ডার প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকার কারণে আর্থিক ক্ষতি ও ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে।

৭। ইন্টারনাল কন্ট্রোল ও ইন্টারনাল অডিট কার্যকর না থাকার কারণে অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

৮। লাইসেন্স এর চুক্তি অনুযায়ী রাজস্ব প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশসমূহ
(Audit Recommendation)

১। পিপিআর ও পিপিটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।

২। বিটিআরসি ও এনবিআর এর যাবতীয় পাওনা যথাসময়ে পরিশোধ করা আবশ্যক।

৩। ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বিলম্বে কাজ সমাপ্তির জন্য জরিমানা আদায় হওয়া আবশ্যক।

৪। ভ্যাট ও আয়করের টাকা যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৫। অনতিবিলম্বে ভিওআইপি ব্যবসা বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৬। টেন্ডার প্রক্রিয়া ত্রুটিমুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৭। ইন্টারনাল কন্ট্রোল সিস্টেম কার্যকর করা আবশ্যক।

৮। ইন্টারনাল অডিট অনতিবিলম্বে কার্যকর করা আবশ্যক।

৯। লাইসেন্স এর চুক্তি মোতাবেক সরকারী রাজস্ব পরিশোধ করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১ ॥

শিরোনাম ঃ বাজার দরের চেয়ে অতিরিক্ত মূল্যে সীম কার্ড ক্রয় করায় কোম্পানীর ৩,৮০,৯৩,২৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, লেজার একাউন্ট, সীম কার্ড ক্রয় সংক্রান্ত নথি, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বাজার দরের চেয়ে উচ্চ মূল্যে সীম কার্ড ক্রয় করায় কোম্পানীর ৩,৮০,৯৩,২৫০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ক" সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, (১) Huawei Technologies Co Ltd ও (২) Ms. Silk Ways Card and Pinting Ltd এর নিকট হতে ২০০৬-২০০৭ আর্থিক সালের ফেব্রুয়ারী/০৭ হতে মে/০৭ পর্যন্ত সময়ে সীম কার্ড ক্রয় করা হয়। পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় মেসার্স Huawei Technologies Co Ltd এর নিকট হতে প্রতিটি সীম কার্ড ১৭৮.২১ টাকা হারে ক্রয় করা হয়েছে। ঐ একই সময় Ms. Silk Ways Card and Printing Ltd এর নিকট হতে প্রতিটি সীম কার্ড ৬১ টাকা মূল্যে ১,০০,০০০ টি সীম ক্রয় করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি সীমে (১৭৮.২১ - ৬১.০০)=১১৭.২১ টাকা অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। উক্ত কারণে Huawei Technologies কে ৩,২৫,০০০ টি সীম কার্ড এর জন্য ৩,২৫,০০০ × ১১৭.২১=৩,৮০,৯৩,২৫০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে কোম্পানীর উক্ত পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিটিটিবি মোবাইল প্রকল্পের (১ম পর্যায় ২.৫ লক্ষ) নির্বাচিত ঠিকাদার মেসার্স Huawei এর নিকট থেকে অন্যান্য আইটেমের সাথে সিমকার্ড ক্রয়ের বিষয়টিও ছিল। সেখানে সিমকার্ডের ইউনিট প্রতি নির্ধারিত রেট ছিল ১৭৮.২১ টাকা। উক্ত রেটে বিভিন্ন সময়ে সিমকার্ড ক্রয় করার জন্য Huawei কে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। তবে শিপমেন্টে বেশী সময় লাগার কারণে ও ঐ সময়ে সিমের অত্যাধিক চাহিদার কারণে আপদকালীন সময়ের চাহিদা মেটানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে সিমকার্ড সংগ্রহের জন্য স্ক্র্যাচ কার্ড সরবরাহকারী স্থানীয় ঠিকাদার মেসার্স সিল্কওয়েজ এর কাছ থেকে বিনা টেন্ডারে একটি কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। সেখানে সিমকার্ডেও ইউনিট মূল্য ছিল ৬১ টাকা। উল্লেখ্য যে, তখন টেলিটকের সূচনালগ্নে সিম কার্ডের বিপুল চাহিদার কারণে টেলিটকের ব্যবসা ও সুনাম রক্ষার খাতিরে ম্যানেজমেন্ট এর সম্মতির ভিত্তিতে উক্ত রেইটে ১ লক্ষ সীম ক্রয়ের আদেশ প্রদান করা হয়। বিনা টেন্ডারের মূল্যকে রেফারেন্স ধরে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের বিষয়টি যুক্তিযুক্ত নয়। টেন্ডার ছাড়া এই ক্রয়ের বিরুদ্ধে তৎকালীন জিএম (সিষ্টেম ইঞ্জিনিয়ারিং) আপত্তি উত্থাপন করা সত্ত্বেও অতিরিক্ত মূল্যে সীম ক্রয় করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হল।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। অনেক কম দামে বাজারে সীম কার্ড পাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উচ্চ হারে সীম কার্ড ক্রয় করায় প্রতিষ্ঠানকে এই বিশাল অংকের অর্থ অতিরিক্ত পরিশোধ করতে হয়েছে। ফলে কোম্পানীর উক্ত পরিমাণ টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- সীম কার্ড ক্রয়ে ব্যয়িত এই বিশাল অংকের অর্থ দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে উহার প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ২॥

শিরোনাম ঃ **অর্থ মন্ত্রণালয় ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে টেলিটকে নিয়োজিত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের উচ্চহারে বেতন ভাতাদি বাবদ ৩৯,০৮,২৩,০৫৬ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ হিসাব সালের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে লেজার একাউন্ট, বেতন বিল ভাউচার সমূহ, জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্র যাচাইয়ে দেখা যায় যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিত উচ্চহারে ১০০% সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানীর নিজস্ব বেতন কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৩৯,০৮,২৩,০৫৬ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "খ" সংযুক্ত)**।

- সরকারী জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৫ এর বেতন কাঠামো অনুযায়ী সর্বনিম্ন ধাপ ২৪০০ এবং সর্বোচ্চ ধাপ ২৩,০০০ টাকা এবং জাতীয় স্কেল ২০০৯ এর সর্বনিম্ন ৪১০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৪০,০০০ টাকা সেখানে টেলিটকের বেতন কাঠামো যথাক্রমে ২০০৫ সালে সর্বনিম্ন ৪,০০০ টাকা সর্বোচ্চ ৬০,০০০ টাকা ও ২০০৯ সালে সর্বনিম্ন ৮,০০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ৯৫,০০০ টাকা।
- অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-অম/অবি/মনি/রাপ্র/অডিট/২০০৭/৭৩৩ তারিখঃ ২৯-০৫-২০০৮ এর আদেশ মোতাবেক সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অফিস ১০০% সরকারী মালিকানাধীন কোম্পানী হওয়া সত্ত্বেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপরোক্ত আদেশ যথাযথভাবে পরিপালন করা হয়নি। তাছাড়া কোম্পানীর সার্ভিস রুল, সাংগঠনিক কাঠামো, বেতন কাঠামো মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত নয়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টেলিটক কোম্পানী আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী গঠিত ও পরিচালিত হয়। টেলিটকের বাজেট জাতীয় রাজস্ব বাজেটের অন্তর্ভূক্ত নয়। নিজস্ব অর্থায়নে টেলিটকের বাজেট টেলিটকের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিধায় কোম্পানী আইন অনুযায়ী টেলিটকের বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেতন কাঠামো অনুযায়ী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি পরিশোধ করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয়ের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। উচ্চহারে এবং উচ্চতর বেতন কাঠামোতে বেতন ভাতা গ্রহণ করতে হলে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বেতন কাঠামো অর্থ মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করতঃ বর্ণিত বেতন কাঠামো নিয়মিত করা আবশ্যক। অন্যথায় অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করে নিরীক্ষাকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৩ ॥

শিরোনাম ঃ সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের পরিবর্তে বেসরকারী বীমা কোম্পানীর মাধ্যমে এলসি এর বীমা প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় সরকারের ১,০৮,৮৩,৫৮৮ টাকা আর্থিক অনিয়ম।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে লেজার একাউন্ট, টেলিসরঞ্জাম আমদানী সংক্রান্ত নথি, বীমার প্রিমিয়াম পরিশোধ সংক্রান্ত নথি ও বিল ভাউচারসমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় বীমা কোম্পানী সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এর পরিবর্তে বেসরকারী বীমা কোম্পানী ফিনিক্স ইনসিওরেন্স এর মাধ্যমে এলসি সমূহের বীমা কভারেজ প্রিমিয়াম পরিশোধ করায় সরকারের মোট (৫২,৩৬,৭১৯ + ৫৬,৪৬,৮৬৯)=১,০৮,৮৩,৫৮৮ টাকা আর্থিক অনিয়ম হয়েছে **(পরিশিষ্ট "গ" সংযুক্ত)**।
- The Insurance Corporation Act-1973 ও Insurance Corporation (Amendment) Ordinance-1996 এর বিধি ২৩(১) ও ২৩(৩) মোতাবেক সরকারী প্রতিষ্ঠানের কোন মালামাল আমদানীর ক্ষেত্রে এলসি কভারেজসহ বীমা প্রিমিয়ামের ১০০% অবশ্যই সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের মাধ্যমে সম্পন্ন করার কথা উল্লেখ থাকলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে বেসরকারী বীমা কোম্পানী ফিনিক্স এর মাধ্যমে বীমার কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। যা উক্ত বীমা এ্যাক্ট এর পরিপন্থী।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৭৪ ও বিধি-১৮ মোতাবেক সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরাসরি সাধারণ বীমা কর্পোরেশনকে এলসি কভারেজ সহ প্রিমিয়ামের সমুদয় কাজ প্রদান করা যেতো। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।
- ফিনিক্স ইনসিওরেন্স কোম্পানীকে কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- L/C করার জন্য বীমা একটি আবশ্যকীয় বিষয়। টেলিটক কোম্পানী আইনে নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান বিধায় বীমা করার ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট সরকার অনুমোদিত যে কোন নিবন্ধিত বীমা কোম্পানী হতে বীমা নিতে পারে। সকল ক্রয় সংক্রান্ত ব্যাপারে বোর্ড ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে পূর্ব অনুমোদন দিয়ে থাকে এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর তা অনুসরণ করে Bank/Insurance Company নির্বাচন করে এলসি খুলে থাকে। টেলিটক কোম্পানী একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বিধায় সরকারী প্রতিষ্ঠানে বীমা করার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। টেলিটক একটি ১০০% রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। উক্ত কারণে The Insurance Corporation Act-1973 ও Insurance Corporation (Ammendment) Ordinance-১৯৯৬ এর ধারা ২৩(১) ও ২৩(৩) টেলিটকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ায় বেসরকারী বীমা প্রতিষ্ঠানের বীমা করার সুযোগ নেই।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- বেসরকারী বীমা কোম্পনীকে এলসি প্রিমিয়াম পরিশোধের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে উহার প্রমাণ অডিট অফিসে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৪ ॥

শিরোনাম ঃ **ঘোষণা বহির্ভূত অতিরিক্ত পন্য আমদানী করায় এবং আমদানীকৃত টেলিসরঞ্জাম বিলম্বে খালাস করায় বন্দর ডেমারেজ ও জরিমানা বাবদ ৯৭,৪৯,০৮৬ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, লেজার একাউন্ট, এলসি খোলা সংক্রান্ত নথি, টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম আমদানী সংক্রান্ত নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে আমদানীকৃত টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম বিলম্বে খালাস করায় বন্দর ডেমারেজ কাষ্টমস ডিউটি ও জরিমানা বাবদ অনিয়মিভাবে ৯৭,৪৯,০৮৬/- টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঘ" সংযুক্ত)**।

- টেলিটকের ২য় পর্যায়ের নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় অর্ডার নং-০১ তারিখঃ ০১-৯-২০০৮, কার্যাদেশ নং-TBL/Proc/Export/NSN/18 তারিখঃ ০১-০৯-২০০৮ (২) পারচেজ অর্ডার নং-০২ তারিখঃ ০২-০৩-২০০৯ কার্যাদেশ নং-TBL/Proc/Export/NSN/39 তারিখঃ ০২-০৩-২০০৯ এর মাধ্যমে যথাক্রমে US$=৪৩,৭৫,৯৯৭ ও US$=৩৬,৬৭,০৪৭ ডলারের মালামাল আমদানির জন্য কার্যাদেশ ও ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়। Nokia Siemiens Network, Uk, Finland হতে ঋণপত্র নং-০০৯৩০৯০১১৮০৬ তারিখঃ ২৬-০৭-২০০৯ এর মাধ্যমে টেলি মালামাল আমদানি করা হয়। উক্ত এলসি এর অধীনে ইনভয়েস নং-৮২৮৭০২১০ তারিখঃ ৩০-১১-২০০৯ এর প্যাকিং লিষ্ট এর ঘোষিত পণ্যের সাথে ঘোষণা বহির্ভূত অতিরিক্ত পন্য আমদানী করে। ইনভয়েসে উল্লেখিত Standard Accessories এর অতিরিক্ত ১৯ টি ক্যাটাগরীতে অন্যান্য টেলিকমিউনিকেশন্স যন্ত্রপাতি আমদানী করার কারণে কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ চালানটি আটক করে এবং সরকারী রাজস্ব ফাঁকির অভিযোগে ১০,০০,০০০ টাকা জরিমানা করে। তাছাড়াও উক্ত মালামাল খালাস করতে বিলম্ব হওয়ায় কাষ্টমস ডিউটি ও বন্দর চার্জ এবং অন্যান্য চার্জসহ ৯৭,৪৯,০৮৬ টাকা জরিমানা করা হয়। উক্ত টাকা টেলিটকের তহবিল হতে পরিশোধ করে মালামালগুলি খালাস করা হয়।

- মালামাল আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান Nokia Siemens Network এর নিয়ম বহির্ভূত কার্যক্রমের জন্য টেলিটককে এই বিশাল অংকের জরিমানা প্রদান করতে হয়। কিন্তু তাৎক্ষনিকভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উক্ত জরিমানার অর্থ আদায় করা হয়নি।

- বিলম্বে মাল আমদানির কারণে টেলিটকের বেইজ ষ্টেশন নির্মাণে বিলম্ব হওয়ায় বিশাল অংকের রাজস্ব ঘাটতি সংঘটিত হয়েছে। এ বিষয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে কোন জরিমানা করা হয়নি।

- প্রকিউরমেন্ট শাখার নিবিড় পর্যবেক্ষণের অভাবে এ ধরণের ঘটনা সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও জড়িত কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- Teletalk 2nd Network Expansion project এর আওতায় PO-2 এর অধীন ৬ষ্ঠ ও ৭ম কনসাইনমেন্টে M/S. NSN এর মাধ্যমে কিছু টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। যেখানে ইনভয়েসে উল্লেখিত যন্ত্রপাতির চেয়ে বেশী যন্ত্রপাতি আমদানি করায় কাষ্টম কর্তৃপক্ষ ঘটনাটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে আমলে নিয়ে জরিমানা আরোপ করে এবং পোর্ট ডেমারেজ চার্জ সহ অন্যান্য চার্জ বাবদ অতিরিক্ত ৯৭,৪৯,০৮৬ টাকা পরিশোধ করা হয়। উক্ত টাকা পরবর্তীতে NSN এর নিকট হতে অন্য বিল হতে কর্তন করে সমন্বয় করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। উক্ত ঘটনায় চট্টগ্রাম কাষ্টম কর্তৃপক্ষ টেলিটককে ১০,০০,০০০ টাকা জরিমানা করে। যা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। বিলম্বে মালামাল আমদানির কারণে টেলিটকের বেইজ ষ্টেশন নির্মাণে বিলম্ব হয়েছে এবং বিপুল অংকের রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। উক্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ সমন্বয়ের কথা উল্লেখ করা হলেও তার বিস্তারিত প্রমাণক পাওয়া যায়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান NSN এর নিকট হতে জরিমানা সহ আদায় করে উহার প্রমাণক অডিট অফিসে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৫

শিরোনাম ঃ **দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় scratch card ও সীমকার্ড সংগ্রহে (৭০,৮৮,৬৮১ + ৯৬,৫৫,৮৯৯) = ১,৬৭,৪৪,৫৮০/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।**

বিবরণ ঃ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ হিসাব সালের Scratch Card সংগ্রহ সংক্রান্ত নথি, টেন্ডার ডকুমেন্ট, পেমেন্ট ভাউচার, লেজার এবং সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র নিরীক্ষায় দেখা যায় যে,

(ক) দরপত্র প্রক্রিয়ায় ত্রুটিপূর্ণ দরপত্র মূল্যায়নের মাধ্যমে আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা না করায় Scratch Card সংগ্রহে ৭০,৮৮,৬৮১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয় **(পরিশিষ্ট "ঙ(১)" সংযুক্ত)**।

- ০৭-০৮-২০০৮ তারিখে আহ্বান কৃত দরপত্রের প্রেক্ষিতে দাখিলকৃত দরপত্র সমূহ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বিদেশী প্রতিষ্ঠানের উদ্ধৃত দরে (Quoted Price) এলসি এর মাধ্যমে আমদানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আমদানি শুল্ক সহ মোট ব্যয়ের সাথে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের দর / স্থানীয় বাজার মূল্যের সাথে তুলনা করা হয়নি।
- দরপত্রে Lowest bidder হিসাবে Global Connect Ltd. Hongkong কে ১৪-০৫-২০০৯ তারিখে ১ম কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বেই স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং টেলিটককে ২০০৬ সাল হতে সীম কার্ড এবং Scratch Card সরবরাহকারী Silk Ways Card & Printing Ltd. 158 Tejgoan Industrial Area, Dhaka কর্তৃক ১৮-০২-২০০৯ তারিখে Offer Letter এর মাধ্যমে সংশোধিত দরে (1-Pin প্রতি কার্ড ২/৮০, 3-Pin ৩/৩০ এবং 4-Pin-৩/৬০ টাকা হারে সরবরাহের জন্য আবেদন করে এবং আমদানিকৃত কার্ডের তুলনায় আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি উল্লেখ করে আলোচ্য ক্ষেত্রে Global Connect Ltd. এর দরের সাথে যুক্ত আমদানি শুল্ক সহ মোট আমদানি ব্যয়ের তুলনায় উল্লেখিত ৭০,৮৮,৬৮১ টাকা কম ছিল এবং এই আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।
- ১৪-৫-২০০৯ তারিখে প্রদত্ত কার্যাদেশে Global Connect Ltd. কে ০৯-০৭-২০০৯ তারিখের মধ্যে কার্ড সরবরাহের আদেশ ছিল। কিন্তু সরবরাহের ব্যর্থতার কারণে কার্যাদেশ বাতিল করে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৮৯ অনুযায়ী ফ্রেম ওয়ার্ক চুক্তির মাধ্যমে Silkways Card & Printing Ltd. এর নিকট হতে সাশ্রয়ী মূল্যে Scratch Card সংগ্রহের সুযোগ ছিল। কিন্তু ০৯-০৬-২০০৯ তারিখে ইস্যুকৃত এলসি ৩ বার Amendment করে Shipment date যথাক্রমে ৩১-০৭-২০০৯, ৩১-০৮-২০০৯ এবং ২৫-৯-২০০৯ পুনঃ নির্ধারণ করা সত্ত্বেও বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব ঈদ-উল-ফিতরের পূর্বে কার্ড সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে কোম্পানী বিপুল রাজস্ব ক্ষতির সম্মুখীন হয়।
- আলোচ্য ক্ষেত্রে বিলম্বে সরবরাহ এবং বার বার Shipment date পরিবর্তনের কারণে টেন্ডার সিডিউল এর ২৮ নং শর্ত এবং এনেক্সার অনুযায়ী ৫% হারে জরিমানা আরোপ / আদায়ও করা হয়নি। উপরোক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা না করে পুনরায় ০২-০৫-২০১০ তারিখে এলসি ইস্যুর মাধ্যমে ২য় কার্যাদেশে আরও ১৪,২০,০০০ কার্ড অতিরিক্ত ব্যয়ে সরবরাহ করা হয়।

(খ) ১০ লক্ষ সিমকার্ড সংগ্রহের লক্ষ্যে টেন্ডার নং-TBL/Proc/IP-01/739 তারিখঃ ২৫-০৪-২০০৭ এর মাধ্যমে আহ্বানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রে দাখিলকৃত দরপত্র সমূহ যথাযথ এবং সঠিকভাবে মূল্যায়ন না করায় সীমকার্ড সংগ্রহে ৯৬,৫৫,৮৯৯ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঙ(২)" সংযুক্ত)**।

- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, টেন্ডারে অংশ গ্রহণকারী রেসপনসিভ ৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সিঙ্গাপুর ভিত্তিক (১) East Compeace Smart Card Pvt. Ltd এবং চায়না ভিত্তিক Datang Telecom Technology Co. Ltd এর মূল্যায়িত দর যথাক্রমে বাংলাদেশী টাকা ৪৬.৬০ এবং ৫০.৫৯ টাকা এবং স্থানীয় উৎপাদনকারী মেসার্স সিলক ওয়েজ কার্ড প্রিন্টিং লিঃ এর মূল্যায়িত দর ৫৫ টাকা প্রতি ইউনিট হারে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন করে East Compeace Smart Card Ltd ১ম M/s Datang Telecom Technology Co. Ltd ২য় এবং স্থানীয় উৎপাদনকারী / সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স সিলক ওয়েজ কার্ড প্রিন্টিং লিঃ কে ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান হিসাবে Ranking করা হয়।
- East Compeace এর নিকট হতে ১ লক্ষ এবং Datang Telecom Technology Co. Ltd এর নিকট হতে ৪ লক্ষ সীম কার্ড এল/সি এর মাধ্যমে আমদানী করা হয়।
- আমদানীকৃত ৫ লক্ষ সীম কার্ডের মোট আমদানী ব্যয় তৃতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান Silkways Card Printing লিঃ এর দাখিলকৃত দর অপেক্ষা ৯৬,৫৫,৮৯৯ টাকা অতিরিক্ত।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) Scratch Card সংগ্রহের জন্য ০৭-৮-২০০৮ তারিখে আহবানকৃত আন্তর্জাতিক দরপত্রে Silkways Card & Printing Ltd অংশ গ্রহণ করেনি। উদ্ধৃত দরের সাথে এলসি খুলে বিদেশ হতে আমদানির ক্ষেত্রে সিডি ভ্যাট, এলসি

চার্জ যোগ করে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক Local estimate price বের করে প্রাক্কলিত মুল্যের সাথে তুলনা করা হয়েছিল। দরপত্র মূল্যায়নের পর ১৮-০২-২০০৯ তারিখে Silkways Card & Printing Ltd. Offer letter এর মাধ্যমে পুনঃ দরপত্রের আবেদন করে। কিন্তু টেলিটকের ক্রয় নীতি অনুসারে পুনঃ দরপত্র আহবানের সুযোগ ছিল না। তাছাড়া আপত্তিকৃত ৭০,৮৮,৬৮১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের যে হিসাব দেখানো হয়েছে তন্মধ্যে আমদানি মূল্যের উপর আরোপিত ভ্যাট রিবেট পাওয়া গেছে ১৩,৩৯,৩০১ টাকা। Global Connect Ltd. এর কার্যাদেশ বাতিল করে Silk ways কে কার্যাদেশ প্রদানের সুযোগ ছিল না। বিলম্বে সরবরাহের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সতর্কতা অবলম্বনের অঙ্গীকার করায় জরিমানা আরোপ করা হয়নি।

(খ) স্থানীয় ও বৈদেশিক দরপত্রদাতাদের আর্থিক প্রস্তাবগুলোর আর্থিক মূল্যায়নের জন্য দরপত্রে একটি সুষম প্লাটফর্মের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। যেখানে বৈদেশিক বিডারদের আর্থিক দরপ্রস্তাবগুলোকে প্রথমে বাংলাদেশী টাকায় রূপান্তর করে ৭৯.৫% দিয়ে লোডিং করা হয়েছিল। সেই মোতাবেক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী প্রথম সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স ইস্ট কমপিস স্মার্টকার্ড লিঃ এর সমতুল্য ইউনিট স্থানীয় মূল্য হয় ৪৬.৬০ টাকা। সুতরাং বৈদেশিক পন্য আমদানীর ক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য কাস্টম ডিউটি হিসাব না করায় ৯৬,৫৫,৮৯৯/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে কথাটি সঠিক নয়। বিষয়টি টেলিটকের নিয়ন্ত্রণের এবং ধারণার বাইরে ছিল। কারণ এটা ছিল বাইরে থেকে আমদানীকরে সিমকার্ড ক্রয়ের জন্য টেলিটকের প্রথম উদ্যোগ। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে বৈদেশিক সিমকার্ড আমদানীতে অতিরিক্ত মূল্য পড়ে বিধায় স্থানীয় সিম কার্ড সংগ্রহের জন্য পরবর্তীতে সিলক ওয়েজ কার্ড প্রিন্টিং লিঃ এর নিকট হতে ৫০% অর্থাৎ ৫ লক্ষ সিম কার্ড সংগ্রহের জন্য ৩টি কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

(ক) জবাব সন্তোষজনক নয়। ১৪-০৫-২০০৯ এবং ২৬-০২-২০০৮ তারিখে Global Connect Ltd. কে ১ম কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছিল। ১ম কার্যাদেশে ০৯-৭-২০০৯ তারিখের মধ্যে কার্ড সরবরাহের আদেশ ছিল। ০৯-০৬-২০০৯ তারিখে ইস্যুকৃত এলসি ৩ বার সংশোধন করে Shipment date যথাক্রমে ৩১-০৭-২০০৯, ৩১-৮-২০০৯ এবং ২৫-০৯-২০০৯ তারিখ পুনঃ নির্ধারণ করা হলেও Global Connect Ltd. যথাসময়ে কার্ড সরবরাহে ব্যর্থ হয়। কোম্পানীর আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং এবং ০৯-৭-২০০৯ তারিখে কার্ড সরবরাহে ব্যর্থতার অজুহাতে Global Connect Ltd. এর কার্যাদেশ বাতিল করার সুযোগ ছিল। সেক্ষেত্রে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে এবং পূর্বের সরবরাহকারী Silk ways Card & printing Ltd. এর নিকট হতে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল। আমদানিকৃত পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক সহ অন্য মূল্য নির্ধারণ করে স্থানীয় বাজার মূল্যের সাথে তুলনা না করা মূল্যায়ন কমিটির ব্যর্থতা। আপত্তিকৃত অতিরিক্ত ব্যয়িত ৭০,৮৮,৬৮১ টাকার মধ্যে ১৩,৩৯,৩০১ টাকা ভ্যাট রিবেট বিবেচ্য বিষয় নয়। বিবেচ্য বিষয় হলো কার্ড সংগ্রহে অতিরিক্ত ব্যয়। টেলিটক কর্তৃপক্ষ এক্ষেত্রে আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয়টি কখনোই বিবেচনায় নেয়নি বলে প্রতীয়মান হয়। কারণ, আর্থিক সাশ্রয়ের বিষয় বিবেচনা করলে পুনরায় কার্যাদেশের মাধ্যমে একই প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে একই দরে আরও ১৪,২০,০০০ টাকার কার্ড সংগ্রহের বিষয়টি টেলিটক কর্তৃপক্ষ পরিহার করত। Scratch Card সংগ্রহে ৭০,৮৮,৬৮১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।

(খ) এল সি এর মাধ্যমে সিম কার্ড আমদানীর ক্ষেত্রে কাষ্টমস ডিউটিসহ মোট আমদানী ব্যয় হিসাবে না নিয়ে দরপত্র মূল্যায়ন করা সঠিক হয়নি। স্থানীয় সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট সংগ্রহের জন্য ভ্যাট সহ মূল্য পরিশোধ এবং উৎসে কর্তনকৃত ভ্যাট / আইটির ক্ষেত্রে রিবেট পাওয়া যেত। কাজেই এক্ষেত্রে আমদানীকৃত পন্যের কাষ্টমস ডিউটি / ভ্যাট / আইটি সহ মোট আমদানী ব্যয়ই বিবেচ্য বিষয়। সম্পূর্ণ বিষয়টি টেলিটকের ত্রুটিপূর্ণ দরপ্রক্রিয়াকে নির্দেশ করে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক এল সি এর মাধ্যমে আমদানীকৃত পন্যের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় সিম কার্ড সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তি বর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

(ক) Scratch Card সংগ্রহে ৭০,৮৮,৬৮১ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক এবং দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

(খ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক এল সি এর মাধ্যমে আমদানীকৃত পন্যের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সঠিক না হওয়ায় সিম কার্ড সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ সংশ্লিষ্ট দায়ী ব্যক্তি / ব্যক্তি বর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৬ ॥

শিরোনাম ঃ **অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগ ও তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৬,৪৭,২৩,৯২০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ।**

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে লেজার একাউন্ট, বেতন বিল ভাউচার, অর্গানোগ্রাম ও জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত বিভিন্ন পদে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ ও তাদের বেতন ও ভাতাদি বাবদ ৬,৪৭,২৩,৯২০ টাকা অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "চ" সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিতভাবে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় অর্গানোগ্রামে সংস্থান না থাকা সত্ত্বেও এসোসিয়েট, মার্কেট কো-অর্ডিনেটর, মার্কেট প্রমোটর, অপারেটর / এ্যাসিষ্ট্যান্ট, ড্রাইভার পদে বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে।
- তাছাড়া প্রতি বছরেই প্রতিটি পদেই জনবল বৃদ্ধি করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে পরিচালনা পর্ষদ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন পূর্বানুমতি গ্রহণ করা হয়নি। জনবল নিয়োগের কোনরূপ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়নি।
- এক্ষেত্রে অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত জনবল নিয়োগ করে কোম্পানীর ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টেলিটকের ৫৩ তম বোর্ড সভায় ১ম পর্যায়ে ৬ মাসের জন্য (১ লক্ষ গ্রাহক) কোম্পানীর অর্গানোগ্রাম ও পে-স্ট্রাকচার অনুমোদন করা হয় তখন ২৫৬ জন জনবলের বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে টেলিটকের গ্রাহক সংখ্যা ১২.৫০ লক্ষ হওয়াতে ২৯৮ জন কর্মকর্তা ১৯১ জন কর্মচারী ও ১৭৭ জন আউট সোর্সিং জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। গত ১১-৪-২০১২ তারিখে ৯৪ তম বোর্ড সভায় ৬০ লক্ষ গ্রাহকের জন্য ৬৩০ জন জনবলের অর্গানোগ্রাম অনুমোদিত হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অর্গানোগ্রাম অনুমোদন ছাড়াই বিপুল সংখ্যক জনবল নিয়োগ করে তাদের বেতন ভাতাদি বাবদ উক্ত অর্থ অনিয়মিতভাবে পরিশোধ করা হয়েছে। টেলিটক একটি লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসাবে জনবল নিয়োগে কোম্পানীর অবস্থা বিবেচনা করা উচিত ছিল। তাছাড়া, অর্গানোগ্রাম বহির্ভূতভাবে নব সৃষ্ট পদে জনবল নিয়োগের কোন বিধান না থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছামত লোক নিয়োগ করে উচ্চ হারে বেতন ভাতা পরিশোধ করা হয়েছে, যা আর্থিক শৃংখলার পরিপন্থী।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- অর্গানোগ্রাম বহির্ভূত জনবল নিয়োগ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে নিয়মিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৭ ॥

শিরোনাম ঃ মিরপুর কাষ্টমার কেয়ার এর জন্য ভাড়াকৃত বাড়ীর দখল বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও অগ্রিম বাবদ ২৭,৬০,০০০ টাকা প্রদান করায় সুদে আসলে কোম্পানীর ৪৩,৪২,৯১৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে লেজার একাউন্ট, কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের বাড়ী ভাড়া সংক্রান্ত নথি ও লিগ্যাল শাখার নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, মিরপুর কাষ্টমার কেয়ার এর জন্য ভাড়াকৃত বাড়ীর দখল বুঝে না পাওয়া সত্ত্বেও অনিয়মিতভাবে ২৭,৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করায় সুদ আসলে কোম্পানীর ৪৩,৪২,৯১৩ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ছ" সংযুক্ত)**।
- মিরপুর ১০ নং গোল চত্বরে কাষ্টমার কেয়ার সেন্টার স্থাপনের জন্য ০৫-০২-২০০৮ তারিখে জনাব মফিজুল ইসলাম, পিতা মৃতঃ কেরামত আলী, প্লট নং-০৯, রোড নং-৩, সেকশন-১০, ঢাকা-১২১৬ এর সাথে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের চুক্তি স্বাক্ষর হয়।
- ১ম তলায় ২০০ বর্গফুট ও ২য় তলায় ৭০০ বর্গফুটসহ মোট ৯০০ বর্গফুট জায়গা মাসিক ভাড়া ৩০,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।
- অগ্রিম হিসেবে ২৭-০২-২০০৮ তারিখে ৩,৬০,০০০ টাকা এবং সিকিউরিটি হিসাবে ১০-০২-২০০৮ তারিখে ২৪,০০,০০০ টাকা জনাব মফিজুল ইসলামকে পরিশোধ করা হয়।
- কিন্তু জনাব মফিজুল ইসলাম কর্তৃক চুক্তি মোতাবেক ভাড়া প্রদানকৃত জায়গা টেলিটককে বুঝিয়ে দেওয়া হয়নি।
- নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের নীচতলা ও ২য় তলায় উক্ত ৯০০ বর্গফুট জায়গা ভাড়া গ্রহণ করা হয়। যখন চুক্তি করা হয় তখন উক্ত ভবনের বাস্তবে অস্তিত্ব ছিল না। টেলিটকের উক্ত ২৭,৬০,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ করে ভবন নির্মাণ করা হয় মর্মে জনাব মফিজুল ইসলামের এক পত্রে জানা যায়।
- এইরূপ একটি ভবন নির্মাণের জন্য কেন এত বিপুল পরিমাণ টাকা উক্ত ভবনের মালিককে প্রদান করা হলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।
- টেলিটকের অন্যান্য বাড়ীভাড়া চুক্তি পর্যালোচনায় দেখা যায় সর্বোচ্চ ১২ মাসের ভাড়া অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে এই বিপুল পরিমাণ টাকা কেন অগ্রিম ও নিরাপত্তা জামানত হিসেবে প্রদান করা হলো তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
- অদৃশ্যমান বাড়ী কেন ভাড়া নেওয়া হলো তারও কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।
- এই জাতীয় নির্মাণাধীন বাড়ী ভাড়া নেওয়ার বিষয়ে টেলিটকের বোর্ড সভার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছিল কিনা তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি।
- এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ৪/৫ বৎসর উক্ত বাড়ীওয়ালার নিকট পড়ে থাকা সত্ত্বেও সুদ সহ উক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে তড়িৎ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা যায়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- মিরপুর কাষ্টমার কেয়ারের জন্য বিগত ০৫-০২-২০০৮ তারিখে ৯০০ বর্গফুট জায়গা মাসিক ৩০,০০০ টাকা ভাড়ায় চুক্তি করা হয়। চুক্তি পত্রে বাড়ী ভাড়ার অগ্রিম ও সিকিউরিটি মানি হিসেবে ২৭,৬০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত বাড়ীর মালিক জনাব মফিজুল ইসলাম উক্ত বাড়ী টেলিটক কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে না দিয়ে উল্টো টেলিটককে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করলে ২২-৬-২০১০ তারিখে দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়ের করা হয়।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। বাড়ীর মালিক যথাসময়ে বাড়ী বুঝিয়ে না দেওয়া সত্ত্বেও টেলিটক কর্তৃপক্ষ অগ্রিম প্রদানকৃত এই বিশাল অর্থ ফেরৎ নেওয়ার জন্য তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাছাড়া একটি নির্মাণাধীন বাড়ীতে দখল বুঝে পাওয়ার আগে এই বিশাল অংকের অর্থ অগ্রিম হিসেবে প্রদান কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি নয়। উক্ত অসামঞ্জস্য চুক্তির জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ হওয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সমুদয় অর্থ আদায় করে উহার প্রমাণক নিরীক্ষাকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৮ ॥

শিরোনামঃ রাজশাহী কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের জনাব এ, কে এম মুসা কর্তৃক টেলিটকের ২৬,১০,৩৯০ টাকা আত্নসাৎ।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে কর্মকর্তা / কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত নথি ও রাজশাহী কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, উক্ত সেন্টারের এসোসিয়েট জনাব কে এম মুসা কর্তৃক টেলিটকের ২৬,১০,৩৯০ টাকা আত্নসাৎ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "জ" সংযুক্ত)**।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, জনাব মুসা টেলিটকের সদর দপ্তর ঢাকা হতে বিবরণীতে উল্লেখিত Scratch কার্ড ও বিভিন্ন মূল্যমানের ক্যাশ কার্ড ও বিভিন্ন ধরণের সীম গ্রহণ করে রাজশাহী কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের জন্য। কিন্তু তিনি স্ক্যাচ কার্ড, ক্যাশ কার্ড ও সীম বিক্রয় করে কোম্পানীর হিসাবে ব্যাংকে জমা না করে নিজে গ্রহণ করে আত্নসাৎ করেছেন।
- তিনি ২০০৬-২০০৭ হতে ২০০৮-২০০৯ সাল পর্যন্ত সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত করে এই বিপুল পরিমাণ টাকা আত্নসাৎ করেন। পরবর্তীতে টেলিটকের এক বিশেষ তদন্তে উক্ত ঘটনা ধরা পড়ে। ১৪-১২-২০০৯ তারিখে উক্ত আত্নসাৎ এর ঘটনা ধরা পড়া সত্ত্বেও জনাব মুসাকে অদ্যাবধি বরখাস্ত বা উক্ত টাকা আদায়ের বিষয়ে কোন মামলা দায়ের করা হয়নি। এই বিপুল পরিমাণ স্ক্যাচ কার্ড ও ক্যাশ কার্ড বিক্রয়লব্ধ অর্থ কোম্পানীর তহবিলে জমা না হওয়া সত্ত্বেও উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- জনাব কে এম মুসার বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে ২৬,০৪,৮৪০ টাকা আত্নসাৎ এর অভিযোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। টেলিটক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক ২৬ লক্ষ টাকার মধ্যে জনাব মুসার বেতন ভাতা বাবদ প্রাপ্য ৪,৬২,৩২৪ টাকা কর্তন পূর্বক বাকী ২১,৪২,৫১৬ টাকা জমা প্রদান করার জন্য গত ১০-৪-২০১২ তারিখে নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া না গেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ২০০৯ সালে ঘটনা উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও আত্নসাৎকৃত টাকা আদায়ের কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। এমনকি এই আত্নসাৎকৃত টাকা আদায়ের বিষয়ে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র নিরীক্ষাকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ৯॥

শিরোনাম ঃ **ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায়,সীমকার্ড বিক্রয়ের উপর সম্পূরক শুল্ক ও ভ্যাট কম পরিশোধ করায় এবং আদায়কৃত অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা না করায় (১০,০১,৪৯২+৮৫,১৩,৩৭,৭৪৪+৭২,৩৭,২৮,১৫৯) = ১,৫৭,৬০,৬৭,৩৯৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

(ক)

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায়, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের (২,৬৪,৫৬১+৪,৩৮,৭৯৪ +২,৯৮,১৩৭)=১০,০১,৪৯২ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঝ(১)" সংযুক্ত)**।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, বিবরণীতে উল্লেখিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উল্লেখিত হারে উৎসে ভ্যাট কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করায় উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-৬(৬) মূসক নীঃ বা/২০১০/২৫৭ তারিখঃ ২৭-০৭-২০১০ এর আদেশ মোতাবেক ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বিল পরিশোধের সময় উৎসে নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তন করে বিল পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ১৯৯৩ সালের আদেশ সমূহে ও নির্ধারিত হারে ভ্যাট কর্তনের বিধান চালু করা হয়েছে।
- কর্তনকৃত ভ্যাট এর টাকা মূল্য সংযোজন কর খাতে জমা প্রদান করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা না করায় রাজস্ব ক্ষতি হযেছে।
- ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিল পরিশোধের সময় উৎসে কম হারে ভ্যাট কর্তন করা হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ নং-নথি নং-৬(৬)/মূসক নীঃ বাঃ/২০১০/২৫৭ তারিখঃ ২৭-৭-২০১০ এর মাধ্যমে ঠিকাদার/সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে বিল পরিশোধের সময় উৎসে ৪.৫% এর স্থলে ৫.৫% হারে ভ্যাট কর্তনের বিধান চালু করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কম হারে ভ্যাট কর্তন করায় উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। কর্তনকৃত ভ্যাট এর টাকা কোড নং-১/১১৩৩/০০০০/০৩১১ মূল্য সংযোজন কর খাতে জমা প্রদান করতে হবে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এস আর ও নং-১৭৩-আইন/২০০৪/৪১৯-মূসক তারিখঃ ১০-০৬-২০০৪ অনুযায়ী ৪.৫% হারে মূসক কর্তনযোগ্য।

(খ)

- সিম কার্ড বিক্রয়ের উপর ধার্যকৃত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে সম্পুরক শুল্ক ও মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৭২,৩৭,২৮,১৫৯ টাকা কম পরিশোধ করায় সরকারী রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঝ(২)" সংযুক্ত)**।
- তন্মধ্যে অডিট চলাকালীন আপত্তিকৃত ৮৭,৩৭,২৮,১৫৯ টাকার মধ্যে ১৩-০৫-২০১২ তারিখে ৮ টি ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে ১৫ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে (৮৭,৩৭,২৮,১৫৯ - ১৫,০০,০০,০০০) =৭২,৩৭,২৮,১৫৯ টাকা এখনও অপরিশোধিত রয়েছে।
- উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর তৃতীয় তফসিলের ২য় অংশের সেবার কোড এস-১২.০০ মোতাবেক এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশ অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে ধার্যকৃত ট্যারিফ মূল্যের ভিত্তিতে ৩৫% হারে সম্পুরক শুল্ক এবং ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর প্রদেয়।
- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে মাসিক দাখিল পত্রে কোন কোন মাসে সিম কার্ড বিক্রয় আদৌ প্রদর্শন করা হয়নি এবং কোন কোন মাসে সিম কার্ড বিক্রয়ের উপর পরিশোধযোগ্য সম্পুরক শুল্ক ও মূসক কম পরিশোধ করা হয়েছে।

(গ)

- বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, বার্ষিক প্রতিবেদন, সীম কার্ড ক্রয় ও বিক্রয় সংক্রান্ত নথি ও ভ্যাট জমা সংক্রান্ত নথি ভ্যাটরেজিস্টার, বিলভাউচার, সীমকার্ড বিক্রয় হিসাব (মূসক -১৭), চলতি হিসাব (মূসক -১৮), মাসিক দাখিলপত্র (মূসক-১৯) যাচাইয়ে দেখা যায় যে, সীম কার্ড বিক্রয় খাত হতে আদায়কৃত ভ্যাট এর অর্থ যথাসময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করায় সরকারের ৮৫,১৩,৩৭,৭৪৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঝ(৩)" সংযুক্ত)**।
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ২০০৬-২০০৭ সালে সীম কার্ড বিক্রয় খাত হতে আদায়কৃত ভ্যাট এর Supplementary Duty ২৬,৯৮,৪০,২৮৯ টাকা, Value added Tax ১৫,৫৮,২৮,৫৮৩ টাকা ও জরিমানা বাবদ ৪২,৫৬,৬৮,৮৭২ টাকা সঠিক সময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়নি।
- আদায়কৃত ভ্যাট সঠিক সময়ে জমা না দেওয়ার কারণে ৪২,৫৬,৬৮,৮৭২ টাকা জরিমানা আরোপ করায় কোম্পানীর উক্ত পরিমাণ টাকার ক্ষতি হয়েছে। উক্ত ঘটনার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ 'ক' অংশের জবাব প্রদান করেনি। 'খ' অংশের ক্ষেত্রে জানান যে, ২০০৬-২০০৭ অর্থ বৎসরে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে উৎসে ভ্যাট কর্তন করা হয়নি। বিষয়টি পর্যালোচনা করে শীঘ্রই ঠিকাদার/ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সংগ্রহ করে সরকারী কোষাগারে জমা করা হবে এবং 'গ' অংশের জবাবে বলেন যে, মূল্য সংযোজন কর বাবদ ৭টি কিস্তিতে অদ্যাবধি ৩১,০১,৬২,৩৮৬ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বাকী টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

মন্ত্রণালয় হতে 'ক' অংশের জবাব পাওয়া যায়নি বাকি দু'টি অংশ মীমাংসার সুপারিশ করা হয়েছে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

(ক) অডিটি প্রতিষ্ঠান এবং মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন জবাব প্রদান না করায় আপত্তিটির যথার্থতা সঠিক প্রতীয়মান হয়েছে। সীম কার্ড বিক্রয় খাত হতে আদায়কৃত ভ্যাট এর অর্থ যথাসময়ে জমা প্রদান না করায় এবং উক্ত কারণে জরিমানা বাবদ ৪২,৫৬,৬৮,৮৭২ টাকা কেন পরিশোধ করে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি করা হয়েছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উক্ত টাকা আদায় করা আবশ্যক।

(খ) জবাব অনুযায়ী ভ্যাট কর্তন না করার জন্য দায়ী কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক। দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভ্যাট এর সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে প্রমাণপত্র সহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(গ) জবাব সন্তোষজনক নহে। বাকী ৪১,৩৫,৬৫,৭৭৩ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করে উহার প্রমাণ পত্রসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

(ক) আদায়কৃত ভ্যাট এর টাকা সঠিক সময়ে সরকারী কোষাগারে জমা না দেওয়ার কারণে জরিমানা বাবদ পরিশোধযোগ্য ৪২,৫৬,৬৮,৮৭২ টাকা কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি হিসেবে গণ্য করে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে সমুদয় টাকা আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র প্রেরণ করা প্রয়োজন এবং ভ্যাট বাবদ পরিশোধযোগ্য ৪২,৫৬,৬৮,৮৭২ টাকা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে প্রদান করা আবশ্যক।

(খ) দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক ভ্যাট এর সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে উহার প্রমাণপত্র নিরীক্ষাকে প্রেরণ করা আবশ্যক।

(গ) সম্পুরক শুল্ক এবং মূল্য সংযোজন কর বাবদ কম পরিশোধিত / অপরিশোধিত ৭২,৩৭,২৮,১৫৯ টাকা অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট হিসাবে জমা প্রদান করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১০ ॥

শিরোনাম ঃ Scratch Card ঘাটতির কারণে ৯,৮৭,৬০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে ইনভেনটরী রেজিষ্টার, ষ্টক রেজিষ্টার, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক অডিট রিপোর্ট সমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, Scratch Card ঘাটতির কারণে কোম্পানীর ৯,৮৭,৬০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঞ" সংযুক্ত)**।

- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, ০৮-১২-২০০৫ তারিখে ষ্টক ভেরিফিকেশনের সময় ৩২৯২ টি Scratch Card কম পাওয়া যায়। প্রতিটি কার্ডের মূল্য ৩০০ টাকা হিসাবে মোট ৯,৮৭,৬০০ টাকার আর্থিক ক্ষতি সংঘটিত হয়।

- টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ উক্ত Scratch Card ঘাটতি জনিত কারণে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

- উক্ত ক্ষতিকৃত অর্থ ইতিমধ্যে আদায় করা হয়েছে কিনা হয়ে থাকলে প্রমাণকসহ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- একাউন্টস অথবা বাস্তব গণনায় বিশেষ ভুল সংঘটিত হওয়ার কারণে এরূপ রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। নথিপত্র ও মালামালের মজুত ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার কারণে কোন জায়গায় ভুল সংঘটিত হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। বিগত ০৮-১২-২০০৫ তারিখে বিষয়টি উদঘাটিত হওয়ার পর দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। উক্ত ৩,২৯২ টি Scratch Card যেহেতু বাস্তব গণনার সময় পাওয়া যায়নি সেহেতু এ সন্দেহ অমূলক নয় যে উক্ত কার্ডসমূহ বাজারে গ্রাহক পর্যায়ে ৩০০ টাকার কার্ড হিসেবে বিক্রি হয়ে গেছে। ৩,২৯২ টি কার্ড ঘাটতি জনিত কারণে আপত্তিকৃত উক্ত অর্থ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করে প্রমাণপত্রসহ পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- ৩২৯২ টি কার্ড ঘাটতি জনিত কারণে আপত্তিকৃত উক্ত অর্থ দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র অডিট অফিসে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১১ ॥

শিরোনাম ঃ বকেয়া রাজস্ব আদায় না করায় ৯৯,৮৭,৮০০ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত রেজিষ্টার, নথি, বার্ষিক প্রতিবেদন ও বার্ষিক রিপোর্টসমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব আদায় না করায় ৯৯,৮৭,৮০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে **(পরিশিষ্ট "ট" সংযুক্ত)**।

- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, তিনটি প্রতিষ্ঠান (মেসার্স কম্পিউটারস লি:, বিটিবিএ ঢাকা এবং মেসার্স বে-ইলেকট্রনিক্স লি: ঢাকা) এর নিকট ০১-০৭-২০০৫ হতে ৩০-০৬-২০০৬ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত সময়ে এই বিপুল অংকের রাজস্ব অনাদায়ী রয়েছে। উক্ত অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

- এই বিশাল অংকের রাজস্ব যথাসময়ে আদায় হলে কোম্পানী লাভবান হতো এবং সরকারও মুনাফা বাবদ রাজস্ব অর্জন করতে সক্ষম হতো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বকেয়া রাজস্ব আদায়ের বিষয়ে স্থানীয় অফিস কোন জবাব প্রদান করেনি।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব প্রদান না করায় আপত্তির যথার্থতা সঠিক প্রতীয়মান হয়েছে। বকেয়া রাজস্ব জরুরী ভিত্তিতে আদায় হওয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- জরুরী ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে সুদসহ বকেয়া রাজস্ব আদায় করে উহার প্রমাণ পত্র নিরীক্ষাকে জনানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১২ ॥

শিরোনাম ঃ একটি পাজেরো (PAJERO GLS) গাড়ী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,৯০,৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, লেজার একাউন্ট, গাড়ী ক্রয় সংক্রান্ত নথি ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য একটি PAJERO GLS গাড়ী ক্রয় বাবদ অনিয়মিতভাবে ১,৯০,৭৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঠ" সংযুক্ত)**।
- পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-৩৩-২(ক)(খ) মোতাবেক একক প্রতিষ্ঠান দরপত্রে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও পুনঃ দরপত্র আহবান করা হয়নি।
- পিপিআর-২০০৮ এর ৯০(খ)(জ)(ঝ) মোতাবেক CPTU এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি।
- প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০,৭৫,০০০ টাকা অধিক মূল্যে গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।
- কার্যাদেশ নং-TBL/Proc/06/05/2011/42 তারিখঃ ২৩-১১-২০১১ Notification of Aword=TBL/ Proc/06/05/2011/36 তারিখঃ ০২-১১-২০১১ এর মাধ্যমে একটি নতুন Mitsubishi Pajero GLS গাড়ী ক্রয়ের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। কার্যাদেশ মূল্য ১,৯০,৭৫,০০০ টাকা।
- গাড়ী সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Rangs Limited এর সাথে Contract Agreement যাচাইয়ে দেখা যায় চুক্তির জন্য ষ্ট্যাম্প উত্তোলন করা হয়েছে ১৪-১২-২০১১ তারিখে অথচ চুক্তিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে ২৩-১১-২০১১ তারিখে। ইহাতে প্রতীয়মান হয় গাড়ীটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ক্রয় করা হয়নি।
- গাড়ীটি ২৩-১১-২০১১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের গাড়ীচালক সরাসরি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট গ্রহণ করেছেন।
- ২৩-১১-২০১১ তারিখে কার্যাদেশ প্রদান করে উক্ত তারিখেই কিভাবে গাড়ী সরবরাহ প্রদান করা হলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা আবশ্যক।
- টেলিটকের চেয়ারম্যান হিসেবে মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়কে গাড়ী প্রদানের কোন যৌক্তিকতা নেই। কারণ সচিব মহোদয় কেন্দ্রীয় পরিবহন পুলের গাড়ী ব্যবহার করে থাকেন।
- এই বিশাল অংকের অর্থ দিয়ে সচিব মহোদয়ের ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়ের অনুমোদন টেলিটকের বোর্ড সভা কিভাবে অনুমোদন করলো তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কোম্পানী আইন-১৯৯৪ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত একটি সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। সকল প্রকার সেবা, পণ্য সংগ্রহ ও ক্রয় কোম্পানীর পিপিটি অনুযায়ী সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। গাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে দরপত্রে একক প্রতিষ্ঠান দর প্রদান করলেও বিষয়টি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক বোর্ড সভায় পেশ করলে ৮৫ তম বোর্ড সভায় পর্যালোচনা পূর্বক প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হয় ও ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। ২৩-১১-২০১১ তারিখে সচিব মহোদয়ের গাড়ীচালক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে গাড়ীটি গ্রহণ করেছেন। টেলিটকের ৩৭ তম বোর্ড সভায় পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক টেলিটকের চেয়ারম্যান / সচিব মহোদয়কে তার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য টেলিটকের উক্ত গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০,৭৫,০০০/- টাকা অধিক মুল্যে গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে। Contract Agreement এর জন্য ষ্ট্যাম্প উত্তোলন করা হয় ১৪-১২-২০১১ তারিখে। অথচ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে ২৩-১১-২০১১ তারিখে। ফলে প্রতীয়মান হয় যে ক্রয় প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ছিল না। গাড়ীটি ২৩-১১-২০১১ তারিখে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের গাড়ী চালক কর্তৃক সরাসরি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে গ্রহণ করা হয়েছে। কোম্পানীর গাড়ী কোম্পানী ব্যতীত অন্য কেহ গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে অনিয়মিত। এর ফলে গাড়ী সরবরাহকারী নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন অনুসারে গাড়ী সরবরাহ করেছে কিনা তার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় নি। সচিব মহোদয় সরকারী পরিবহন পুল হতে সার্বক্ষনিকভাবে গাড়ী পেয়ে থাকেন। তাই টেলিটক থেকে তার সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য গাড়ী ক্রয়ে এই বিপুল অঙ্কের অর্থ ব্যয় রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য GFR-10 মোতাবেক Standard of Financial Propriety নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গাড়ী ক্রয়ে উক্ত ব্যয়িত অর্থ অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে গন্য করে দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক পরবর্তী অগ্রগতি অডিট অফিসে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- কোম্পানীর চেয়ারম্যান / মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের জন্য গাড়ী ক্রয়ে উক্ত ব্যয়িত অর্থ অনিয়মিত ব্যয় হিসেবে গণ্য করে গাড়ী সরবরাহ করার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক বিষয়টি অডিট অফিসকে অবহিত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৩॥

শিরোনাম ঃ নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করায় (২১,৭৭,৯৪৪ +৪,৩৪,৪১১) = ২৬,১২,৩৫৫/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

(ক)

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৫-২০০৬ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে আয়কর রেজিষ্টার, নথি, বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, বিল ভাউচারসমূহ, বাড়ী ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত নথি ও লেজার একাউন্টস যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কমহারে আয়কর কর্তন করায় ২১,৭৭,৯৪৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ড(১)" সংযুক্ত)।**

  (ক) পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, বিবরণীতে উল্লেখিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে বিল পরিশোধের সময় উৎসে কম হারে আয়কর কর্তন করায় উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ০২-০৭-২০০৫ তারিখের আদেশ নং-জারাবো/আঃ আঃ বি/কর/কর-৭/বাজেট ২০০৫(১)/১৮৬ মোতাবেক আয়কর বিধিমালা ১৬ তে আনীত সর্বশেষ সংশোধনী দ্বারা ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আয়কর কর্তনের হার নিম্নরূপে পুনঃ বিন্যাস্ত করা হয়েছে।

- ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত = ০%
- ১ লক্ষের অধিক ৫ লক্ষ পর্যন্ত =১%
- ৫ লক্ষের অধিক ১৫ লক্ষ পর্যন্ত =২.৫%
- ১৫ লক্ষের অধিক ২৫ লক্ষ পর্যন্ত =৩.৫%
- ২৫ লক্ষের অধিক ৪% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। কর্তনকৃত টাকা করখাতে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে। বৎসর শেষে ঠিকাদারের সারা বৎসরের বিল যোগ করে আয়কর সমন্বয় করতে হবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কমহারে আয়কর কর্তন করায় উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

  (খ) আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর বিধি-১৬ এর পুনর্বিন্যাসকৃত তফসিল অনুযায়ী ২৫ লক্ষ টাকার অধিক পরিশোধের ক্ষেত্রে ৪% হারে আয়কর কর্তনযোগ্য।

- কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তফসিল অনুযায়ী আয়কর কর্তন করা হয়নি।

  (গ) জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন নং-জাঃ রাঃ/কর-৭/আঃ রিঃ/১২/২০০১/৬২ তারিখঃ ০২-৮-২০০২ ও ২৭-০৯-২০১০ মোতাবেক আয়কর বিধিমালা ১৯৮৩ এর বিধি-১৬ তে আনীত সর্বশেষ সংশোধনী অনুযায়ী আয়কর কর্তনের হার নিম্নরূপে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

(১)	২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত	=	০%
(২)	২ লক্ষের অধিক ৫ লক্ষ পর্যন্ত	=	১%
(৩)	৫ লক্ষের অধিক ১৫ লক্ষ পর্যন্ত	=	২.৫%
(৪)	১৫ লক্ষের অধিক ২৫ লক্ষ পর্যন্ত	=	৩.৫%
(৫)	২৫ লক্ষের অধিক ৩ কোটি পর্যন্ত	=	৪%
(৬)	৩ কোটির উর্দ্ধে	=	৫% হারে আয়কর কর্তন করতে হবে। একই বৎসরে ঠিকাদারের সমুদয় বিল যোগ করে উপরোক্ত হারে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আয়কর কর্তনযোগ্য হবে। কিন্তু আলোচা ক্ষেত্রে কম হারে আয়কর কর্তন করায় উক্ত পরিমাণ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

(খ)

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে বাড়ী ভাড়া প্রদান সংক্রান্ত নথি, লেজার একাউন্ট ও বিল ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বাড়ী ভাড়া পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তন না করায় সরকারের (৩,৮১,১১৩+৫৩,২৯৮)=৪,৩৪,৪১১ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ড(২)" সংযুক্ত)।**
- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, উল্লেখিত ব্যক্তি / প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে বাড়ী ভাড়ার বিল পরিশোধের সময় উৎসে নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন করা হয়নি। ফলে সরকারের উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- বিটিএস ষ্টেশনের মালিকদের ভাড়া পরিশোধের সময় উৎসে আয়কর কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০০৯-২০১০ অর্থ বৎসর হতে Vacant land ও যন্ত্রপাতি ভাড়ার ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের বিধান চালু করেছে। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ বাড়ীর খালি ছাদ ও বিভিন্ন জায়গায় খালি জায়গা ভাড়া গ্রহণ করে তার উপর বিটিএস রুম ও টাওয়ার নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট মালিকদের নিয়মিত মাসিক ভাড়া পরিশোধের সময় নির্ধারিত হারে আয়কর কর্তন না করেই বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ফলে সরকারের উক্ত পরিমাণ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

(ক) বিলগুলি ২০০4-২০05 হতে ২০১০-২০১১ পর্যন্ত হিসাব সালের। এসব বিলগুলো অংকের সাথে ভ্যাট অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। ফলে বিল হতে ভ্যাট বাদ দিয়ে প্রকৃত আয়ের উপর আয়কর হিসাব করতে হবে। অডিট দল Gross Bill এর উপর আয়কর হিসাব করেছে, ফলে আয়কর হিসাবে তারতম্য হয়েছে।

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জবাবে জানানো হয় যে, কম কর্তনকৃত আয়করের অর্থ আদায় করে অডিটকে জানানো হবে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

(ক) আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

(খ) আপত্তিকৃত আয়কর কর্তন করে প্রমাণকসহ জবাব পরবর্তীতে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

(ক) জবাব সন্তোষজনক নয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশদ্বয়ে বর্ণিত হার অনুযায়ী আয়কর কর্তন না করে কম হারে আয়কর কর্তন করা হয়েছে। ফলে সরকারের ২১,৭৭,৯৪৪ টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

(খ) জবাব স্বীকৃতিমূলক। জবাব মোতাবেক আয়করের সমুদয় টাকা আদায় হওয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

আপত্তিকৃত আয়করের সমুদয় টাকা আদায় করে সরকারী কোষাগারে জমা দিয়ে তার প্রমাণ পত্র নিরীক্ষাকে প্রেরণ করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৪ ॥

শিরোনাম ঃ সার্ভিস হ্যান্ডসেট ঘাটতির কারণে কোম্পানীর ৩৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সাল পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাকালে ইনভেনটরী রেজিষ্টার, ২০০৪-২০০৫ সালের বার্ষিক অডিট রিপোর্ট, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্ট ও বার্ষিক প্রতিবেদন যাচাইয়ে দেখা যায় যে, ১২৫ টি সার্ভিস হ্যান্ডসেটের ঘাটতির কারণে কোম্পানীর ৩৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "ঢ" সংযুক্ত)**।

- পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর কর্মকর্তা / কর্মচারীদের অফিসিয়াল ব্যবহারের জনা ৭৪৫ টি হ্যান্ডসেট আমদানী করে। তন্মধ্যে ৬২০ টি হ্যান্ডসেট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের নামে বিতরণ করা হয়। অবশিষ্ট ১২৫ টি হ্যান্ডসেট ষ্টকে থাকার কথা। কিন্তু ইনভেন্টরী করার সময় উক্ত ১২৫ টি হ্যান্ডসেটের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

- ২০০৫-২০০৬ সালের সিএ ফার্মের অডিট রিপোর্ট হতে দেখা যায় প্রতিটি হ্যান্ডসেট আমদানীকৃত মূল্য ২৮,০০০ টাকা। সেই হিসাবে ১২৫টি সেট ঘাটতির কারণে কোম্পানীর ৩৫,০০,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। উক্ত ক্ষতিকৃত অর্থ দায়ী ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিতে উল্লেখিত ৭৪৫ টি মোবাইল সেট আমদানী সংক্রান্ত কোন তথ্য টেলিটকের কাছে নেই। তবে বিভিন্ন সময়ে Package-1 এর আওতায় ২৭৫০ টি এবং Package-2 এর আওতায় ২৮৯ টি মোবাইল সেট আমদানী করা হয়। তন্মধ্যে ৩০১২টি সেট বিতরণ করা হয়। ২৭ টি সেট বর্তমানে ষ্টোরে মজুত আছে। উক্ত সেটগুলি দীর্ঘকাল অব্যবহৃত থাকার কারণে অকার্যকর ঘোষণা করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- আপত্তিটি মীমাংসার জন্য সুপারিশ করা হলো।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। আপত্তিতে উল্লেখিত ৭৪৫ টি হ্যান্ডসেট টেলিটকের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য আমদানী করা হয়। উক্ত সেটের ভিতর ৬২০ টি হ্যান্ডসেট কর্মকর্তা / কর্মচারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ১২৫ টি হ্যান্ডসেট এর বিষয়ে গ্রহণযোগ্য জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত সমুদয় টাকা দায়ী ব্যক্তিদের নিকট হতে আদায় করে উহার প্রমাণ পত্রসহ নিরীক্ষাকে জানানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৫ ॥

শিরোনাম ঃ ৬০৩১৯ জন পোষ্ট পেইড গ্রাহকের নিকট ফোন কল চার্জ বিলের ৮,০৯,২৫,৫০০ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ সালের হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষাকালে অনাদায়ী বকেয়া পোষ্ট পেইড গ্রাহকের তালিকা, লেজার একাউন্ট সমূহ যাচাইয়ে দেখা যায় দীর্ঘদিন যাবত ৬০৩১৯ জন পোষ্ট পেইড গ্রাহকের নিকট মোবাইল ফোনের কল চার্জের বিল বাবদ ৮,০৯,২৫,৫০০ টাকা অনাদায়ী বকেয়া হিসাবে পড়ে রয়েছে **(পরিশিষ্ট "ণ" সংযুক্ত)**।

- পর্যালোচনায় দেখা যায় টেলিটক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকার প্যাকেজের মাধ্যমে পোষ্ট পেইড গ্রাহকগণের নিকট হতে নির্দিষ্ট পরিমাণ জামানত গ্রহণের মাধ্যমে মোবাইল সংযোগ প্রদান করেন। পোষ্ট পেইড গ্রাহক প্রতিমাসে তার ব্যবহৃত কল চার্জ টেলিটক থেকে মিটার রিডিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বিল প্রতি মাসেই পরিশোধ করার কথা। গ্রাহক তার বিল যথাসময়ে পরিশোধে ব্যর্থ হলে টেলিটকের নিয়ম অনুযায়ী পরবর্তী মাসে অথবা জামানতের টাকার পরিমাণ বিল সমন্বয় হলেই গ্রাহকের মোবাইল সংযোগ স্বয়ংক্রীয়ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিল বকেয়া থাকার কথা নয়।

- কিন্তু পোষ্ট পেইড গ্রাহক টেলিটক থেকে প্রাপ্ত বিল যথাসময়ে পরিশোধ না করা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণের মোবাইল ফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করায় বহু সংখ্যক গ্রাহকের নিকট বিপুল পরিমাণ টাকা দীর্ঘদিন যাবৎ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টেলিটক বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেজের মাধ্যমে জামানত সংগ্রহ করে বিভিন্ন ধরণের সংযোগ প্রদান করে। এই সকল প্যাকেজে ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ক্রেডিট লিমিট থাকে। বিলিং সিষ্টেমে গ্রাহকের জামানত এবং ক্রেডিট লিমিট ব্যবহারের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা তৈরী হয় যেমনঃ Active, De-Active, Barred, Suspend. এই সকল Barred বা Suspend গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে মাসিক যে বকেয়া জেনারেট করেছে, বিলিং সিষ্টেমে তার সমন্বয় ছাড়া গ্রাহকগণকে De-Active করা যায় না। এসব গ্রাহকগণের ক্ষেত্রে প্রতিমাসে যোগ হওয়া লাইন রেন্ট ক্রমান্বয়ে বিশাল অংকের বকেয়া জেনারেট করছে। এই অপরিশোধিত অর্থ আদায় সম্ভব পর নয়। তাই এটি সমন্বয় সাধনের জন্য অর্থ ও হিসাব শাখায় রিপোর্ট প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যৎ এ বিলিং সিষ্টেমে এসব বকেয়া জেনারেশন নিরসনকল্পে একটি নীতিমালার সুপারিশ অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- বকেয়া আদায় করে প্রমানকসহ জবাব পরবর্তীতে অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হবে।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নহে। এই বিপুল সংখ্যক পোষ্ট পেইড গ্রাহকদের ভিতর পিসিও সমূহের বিশাল অংকের টাকা বকেয়া রয়েছে। যা তাদের জামানতের চেয়ে বহুগুণ বেশী। যথাসময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে এই বিশাল অংকের বকেয়ার সৃষ্টি হতো না। অনাদায়ী অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় / সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- পোষ্ট পেইড গ্রাহকগণের উক্ত বকেয়া অনাদায়ী অর্থ জরুরী ভিত্তিতে আদায় / সমন্বয় করে উহার প্রমাণপত্র নিরীক্ষাকে জানানো প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৬॥

শিরোনাম ঃ **প্রি-পেইড সীম কে পোষ্ট পেইড এ রূপান্তর করে বিল জেনারেটিং এর মাধ্যমে ১৫,৩৫,৫৭,২৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের বিশেষ নিরীক্ষাকালে ক্যাশ বহি, ব্যক্তিগত নথি, সিডিআর রিপোর্ট, তদন্ত প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয় সংক্রান্ত তথ্যাদি যাচাইয়ে দেখা যায় যে, টেলিটকের ২ জন কর্মকর্তা গ্রাহকদের সাথে যোগসাজস করে প্রি-প্রেইড সীম সমূহকে পোষ্ট পেইড এ রূপান্তর করে ১৪০০ সীমের Bill Generating করে টেলিটকের ১৫,৩৫,৫৭,২৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি করেছে **(পরিশিষ্ট "ত" সংযুক্ত)**।
- বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনাকালে দেখা যায় যে, টেলিটকের ২ জন কর্মকর্তা (১) জনাব এস এম তারেক সহকারী ব্যবস্থাপক, সিষ্টেম অপারেশন এবং (২) জনাব সাবিবুর রহমান, সহকারী ব্যবস্থাপক মার্কেট ডেভেলপমেন্ট, কতিপয় ডিলার ও গ্রাহকের সাথে যোগসাজস করে ১৪০০ প্রি পেইড সীম কে পোষ্ট পেইড এ রূপান্তর (Configure) করে Bill Generate এর মাধ্যমে ডিসেম্বর/২০১০ হতে মে/২০১১ পর্যন্ত সময়ে টেলিটকের ১৫,৩৫,৫৭,২৮৪ টাকা রাজস্ব ক্ষতি করেছে। গ্রাহক ও ডিলারগণ Prepaid মোবাইলধারী হওয়া সত্ত্বেও Post Paid সুবিধা ব্যবহার করায় টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কে অর্থ পরিশোধের পরিবর্তে উক্ত দু'জন কর্মকর্তাকে অর্থ পরিশোধ করত। ফলে টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর বিপুল রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অবৈধ কাজ করে জনাব এস,এম তারেক ৩,১১,০০,০০০ টাকা ও জনাব সাবিবুর রহমান = ১,২৫,০০,০০০ টাকা সর্বমোট ৪,৩৬,০০,০০০ টাকা আত্নসাৎ করে। উক্ত ঘটনা টেলিটকের নিজস্ব তদন্তে উদঘাটিত হলে জনাব এস,এম তারেক (৩৫,০০,০০০ + ৩০,০০,০০০) টাকা সর্বমোট = ৬৫,০০,০০০ টাকা টেলিটকে ফেরৎ প্রদান করে। অবশিষ্ট (৪,৩৬,০০,০০০ - ৬৫,০০,০০০)= ৩,৭১,০০,০০০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে। এমনকি উক্ত ঘটনায় রাজস্ব ক্ষতিকৃত ১৫,৩৫,৫৭,২৮৪ টাকা আদায়ের বিষয়ে তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কোন দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়নি,এমনকি কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- এই বিপুল অংকের রাজস্ব ফাঁকির সাথে অন্য কোন কর্মকর্তা জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হয়নি।
- জড়িত ২ জন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলেও আত্নসাৎকৃত টাকা আদায়ের বিষয়ে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- এই বিশাল অংকের রাজস্ব ক্ষতির অর্থ অবিলম্বে আদায়ের জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আত্নসাৎকৃত অর্থের ভিতর জনাব এস এম তারেকের নিকট হতে ৩৫ লক্ষ টাকা এবং জনাব সাবিবুর রহমানের নিকট হতে ৩০ লক্ষ টাকা সহ মোট ৬৫ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। তাছাড়া জনাব তারেকের নিকট হতে ১,৩৭,৯১,০০০ টাকার একটি চেক গ্রহণ করা হয়েছে, তার একাউন্ট ফ্রিজ থাকার কারণে encash করা সম্ভব হয়নি। বোর্ডের নির্দেশে টাকা উদ্ধারের জন্য পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব স্বীকৃতিমূলক। তবে উক্ত ঘটনার সাথে আরও কোন ব্যক্তি জড়িত ছিল কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তদন্ত করা হয়নি। তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দায়ী ২ জন কর্মকর্তার নিকট হতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায় করা যেত। তদন্ত কাজ পরিচালনার সময় উক্ত ২ জন কর্মকর্তা তাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তির যে বিবরণ প্রদান করেছেন তাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ আদায়ের সুযোগ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায়ের বাস্তব ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ঘটনার সাথে জড়িত অন্যান্য কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বরঃ ১৭॥

শিরোনাম ঃ অবৈধ ভিওআইপি এর মাধ্যমে ফ্রি আইএসডি কল করায় কোম্পানীর ৪,১২,৫৪,৭৯৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ব্যবস্থাপনা পরিচালক, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, বনানী, ঢাকা অফিসের ২০০৪-২০০৫ হতে ২০১০-২০১১ আর্থিক সালের হিসাব নিরীক্ষাকালে Status Report, VOIP তদন্ত সংক্রান্ত নথি, ফ্রি আইএসডি কল সংক্রান্ত তদন্ত প্রতিবেদন যাচাইয়ে দেখা যায় যে, বিপুল পরিমাণ Pre Paid ও Post Paid SIM প্রতিস্থাপন করে অবৈধ VOIP (Voice Over Internet Protocol) এর মাধ্যমে ফ্রি আইএসডি কল করায় কোম্পানীর ৪,১২,৫৪,৭৯৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে **(পরিশিষ্ট "থ" সংযুক্ত)**।
- মেসার্স আলী এন্ড সন্স,ডিলার,কুমিল্লা অঞ্চল এবং তার অধীনে রিটেইলার জনাব মোঃ সাইফুল আলম (নিবু) উপহার ক্লথ ষ্টোর,মনোহরপুর,কুমিল্লা বিপুল সংখ্যক Pre Paid ও Post Paid SIM একই সময়ে প্রতিস্থাপন করে উক্ত SIM সমূহ অবৈধ VOIP কাজে ব্যবহার করে ফ্রি আইএসডি কল করে শিরোনামে বর্ণিত অর্থের রাজস্ব ক্ষতি করেছে।
- উল্লেখ্য যে, আগষ্ট/২০১০ হতে অক্টোবর/২০১০পর্যন্ত সময়ে ৪,১২,৫৪,৭৯৫ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- বিপুল অংকের রাজস্ব ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও উক্ত ডিলারের জামানত বাজেয়াপ্ত করে টাকা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- ২৭৭ টি MSISDN (Mobile Subscriber Indicated Service Digital Number) Pre Paid Package উক্ত ফ্রি আই এস ডি কল করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।
- উক্ত MSISDN কুমিল্লা কাষ্টমার কেয়ার এর মাধ্যমে একজন নির্দিষ্ট ব্যবহার কারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে।
- সাধারণতঃ কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারের প্রতিনিধি কর্তৃক MSISDN Reactivate করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে কুমিল্লা কাষ্টমার কেয়ার সেন্টার এর প্রতিনিধি কর্তৃক MSISDN Reactivate করা হয়নি।
- এই ঘটনার সাথে জড়িত টেলিটকের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে কালক্ষেপণ করা হয়েছে। বিটিআরসি কর্তৃক ১০-১১-২০১০ তারিখে ঘটনাটি টেলিটক কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে, একটি কমিটি গঠন করা হয় বিষয়টি তদন্ত করার জন্য। উক্ত কমিটি ৭-০১-২০১১ তারিখে রিপোর্ট পেশ করে। উক্ত রিপোর্ট প্রাপ্তির ৬ মাস পর ০৩-৭-২০১১ তারিখে নথিতে উপস্থাপন করা হয়। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনের উপর পুনঃ তদন্তের জন্য নির্দেশ দেওয়া হলে প্রায় ১ বৎসর পর ১৫-১২-২০১১ তারিখে পূনঃ তদন্ত রিপোর্ট জমা প্রদান করা হয়। উক্ত রিপোর্টে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মতামত প্রদান করা হলেও কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- বিলিং সিষ্টেমের ত্রুটির কারণে এই বিশাল অংকের অর্থের রাজস্ব ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও এ বিষয়ে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।
- একটি কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারকে সীম রিপ্লেস করার জন্য এই বিপুল পরিমাণ সীম সরবরাহ করা হয়েছে। বিষয়টিতে মার্কেটিং বিভাগের জনবল জড়িত বলে প্রতীয়মান হয়। এ বিষয়ে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।
- বিটিআরসি কর্তৃক ১০-১১-২০১০ তারিখে বিষয়টি টেলিটককে অবহিত করার পূর্ব পর্যন্ত টেলিটক বিষয়টি অবহিত ছিলনা। এই বিষয়ে টেলিটকের আইটি ও এস,ই শাখা যথাযথ ভূমিকা পালন করেনি।
- Reveneue Assurance এর জন্য কোন কমিটি বা সাংগঠনিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই বিশাল অংকের রেভিনিউ লস হওয়া সত্ত্বেও জালিয়াতি উদঘাটন (Fraud detection) করা সম্ভব হয়নি। রেভিনিউ এ্যাসুরেন্স কার্যক্রম চালু থাকলে এ ধরণের চুরির (Pilferage) সুবিধা কমে যেত্।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- বিলিং সিষ্টেমের কোন প্রকার ত্রুটির কারণে এই রাজস্ব ক্ষতি হয়নি, তাই এই সিষ্টেমের সাথে সম্পর্কিত কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা নিতান্তই অমূলক। টেলিটকের সীম রিপ্লেস প্রক্রিয়ায় যে নাম্বার গুলির মাধ্যমে বিশাল পরিমাণ রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে তাদের কোনটাই বিলিং সিষ্টেমে পোষ্ট পেইড নাম্বার হিসাবে অন্তর্ভূক্ত ছিল না। তাই এ ক্ষতির সাথে পোষ্ট পেইড বা বিলিং সিষ্টেমের কোন প্রকার সংশ্লিষ্টতা নেই। বরঞ্চ এ রাজস্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে টেলিটকের ভেন্ডর Huawei কর্পোরেশন এর অপরিপক্ক প্রোডাক্টের ত্রুটিপূর্ণ আচরণ তথা টেলিটকের Ring Back Tone (RBT) বা Home Location Register (HLR) ইন্টিগ্রেটেড সিষ্টেমের দুর্বলতার কারণে।
- আইটি এন্ড বিলিং এ কোন প্রকার Fraud Management Software বা Revenue Assurance Soft ware না থাকার কারণে কল স্কিনিং করা সম্ভব হয়নি। তাই বিটিআরসি কর্তৃক অবগত না হওয়া পর্যন্ত যথাসময়ে মাত্রাতিরিক্ত আই এস ডি কলের বিষয়টি উক্ত ডিপার্টমেন্টের দৃষ্টি গোচর হয়নি।

মন্ত্রণালয়ের জবাব ঃ

- মন্ত্রণালয় হতে কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

অডিটের মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয়নি। ২৭৭ টি MSISDN Pre Paid Pakage উক্ত ফ্রি আই এস ডি কল করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। উক্ত MSISDN কুমিল্লা কাষ্টমার কেয়ার এর মাধ্যমে একজন নির্দিষ্ট ব্যবহারকারীর মাধ্যমে সংঘটিত হয়েছে। সাধারণত কাষ্টমার কেয়ার সেন্টার এর প্রতিনিধি কর্তৃক MSISDN Reactivate করা হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। উক্ত কারণে প্রতীয়মান হয় এই ঘটনার সাথে টেলিটকের কর্মকর্তা / কর্মচারীগণও জড়িত। এই বিপুল অংকের রাজস্ব ক্ষতি হওয়া সত্ত্বেও টেলিটক বিষয়টি নিজেরা উদঘাটন করতে না পারা টেলিটকের বড় রকমের ব্যর্থতা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- রাজস্ব ক্ষতির অর্থ আদায়ের বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রমাণকসহ নিরীক্ষাকে জানানো আবশ্যক।

- অবৈধ VOIP এর মাধ্যমে এই বিপুল অংকের রাজস্ব ক্ষতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে দায় দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

(কল্যাণী তালুকদার)
মহাপরিচালক
ফোন : ৮৩১৬০৯৯